।। প্রাক-কথন ।।

আমি ১৯৯৫-'৯৭ শিক্ষাবর্ষে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েছিলাম। ঐ সময়ে আমি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের নিকট পাঠ গ্রহণ করে আনন্দ পেয়েছি। সংস্কৃত নাটক পাঠের প্রতি আমার আকাঙক্ষা কলেজ-জীবন থেকেই গড়ে উঠেছিল। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে নাটক পড়াতেন স্বনামধন্য অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ মুখার্জী মহাশয়। তাঁর পাঠদান আমাকে মুগ্ধ করেছিল। নাটক নিয়ে গবেষণা করার ইচ্ছাও জেগেছিল। পরবর্তীকালে গবেষণাকাজের সময়ে তাঁর কাছে অনুগ্রহ লাভ করি। যিনি পরম স্নেহশীলা, নানা শাস্ত্র নিষ্ণাতা, উদারচিত্তা, গবেষণা পরিচালনায় মহাদক্ষা, বিদ্যাগুরুগণের অন্যতমা মহীষী ড. অদিতি সরকার মহাশয়ার অধ্যাপনানৈপুণ্য ও অমূল্য উপদেশ আমার জীবনের পাথেয়। তাঁর সুগভীর পরামর্শ আমাকে গবেষণাকাজে অনেক সাহায্য করেছে। তাই আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ, তাঁকে জানাই আমার আন্তরিক প্রণাম।

সংস্কৃত বিভাগে আমার পূজনীয় অপরাপর অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। তাঁদের স্নেহপূর্ণ কার্যকর উপদেশে আমি বিশেষ উপকৃত।

বিভাগীয় শিক্ষাকর্মীবৃন্দের মধুর বিনম্র ব্যবহারে আমি চমৎকৃত। তাঁদেরকে আমি সপ্রীতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

যে সমস্ত পূর্বসূরীদের গ্রন্থের সাহায্য আমি গ্রহণ করেছি তাঁদের কাছেও ঋণস্বীকার করছি। বিশেষতঃ চতুর্ভাণীর যে অনুবাদগুলি দেওয়া হয়েছে সেগুলি সবই অধ্যাপিকা রত্না বসুর বই থেকে গ্রহণ করেছি। তাই ছাত্রসুলভ মনোভাব নিয়েই তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানাই।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের আধিকারিকগণের এবং কলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের আধিকারিকগণের অনুকূল ব্যবহারে আমার গবেষণাকার্যের প্রভূত সহায়তা হয়েছে — তা আমি অকপটে স্বীকার করছি। তাঁদেরকে আমার সপ্রশংস ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রসঙ্গত আরেকজনকে স্মরণ করি, তিনি আমার পরম আরাধ্য পরমপূজ্যপাদ মাতৃদেবী, যাঁর প্রাণভরা আশীর্বাদ আমাকে নিরন্তর সাহস জুগিয়েছে। তাঁর চরণে কোটি কোটি প্রণাম। এছাড়াও আমার পরিবারবর্গের সকল সদস্যদের প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই।

আরও একজন অন্তরালচারিণীকে স্মরণ হয়, যে পরম পতিব্রতা, সতীসাধ্বী, আমার একান্ত জীবনসঙ্গিনী, সহধর্মিনী মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়। যার অকৃপণ ভালোবাসা, সহায়তা, মধুর আচরণ গবেষণাকার্যে আমাকে নব নব প্রেরণার বল জুগিয়েছে। তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রাণভরা শুভেচ্ছা জানাই। আর আমার প্রিয়তমা তনয়া রশ্মিতা চট্টোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে, যে আমার গবেষণাক্লান্ত দেহমনে প্রাণারাম, সরল-মধুর বাক্যালাপে আমাকে উজ্জীবিত করেছে। তাকে আমার স্নেহাশীর্বাদ জ্ঞাপন করছি।

২৮/১২/১২

তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়

গবেষক

সহকারী শিক্ষক

কুলাই উচ্চ বিদ্যালয়,

বর্ধমান